ফ্রিওয়্যার নয়, ব্যবহার করুন মাইক্রোসফট স্বীকৃত অ্যান্টিভাইরাস

কমপিউটারের নিরাপত্তার জন্য অ্যান্টিভাইরাস কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কমবেশি সবাই অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ভয়াবহতা না জানা থাকায় বেশিরভাগই বিভিন্ন ধরনের ফ্রি অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করেন।

মোটামুটি সব অ্যান্টিভাইরাসের পেইড ভার্সন যেখানে শতকরা ৯৬.২ ভাগ পর্যন্ত ভাইরাস ও ম্যালওয়্যার শনাক্ত করতে পারে, সেখানে সেসবের ফ্রি ভার্সনের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ৬২ থেকে ৮২ শতাংশ।

শুধু তাই নয়, শনাক্ত করা ভাইরাস মুছে ফেলার ক্ষেত্রে এ ব্যবধান আরও ভয়াবহ। যেকোনো পেইড অ্যান্টিভাইরাসে যেখানে ম্যালওয়্যার অপসারণের হার গড়ে ৭৪ শতাংশ, ফ্রি অ্যান্টিভাইরাসের ক্ষেত্রে তা মাত্র ৩৪ শতাংশ!

তাই কমপিউটারের যথাযথ নিরাপত্তার জন্য প্রথমত লাইসেন্সড অ্যান্টিভাইরাস এবং দ্বিতীয়ত মাইক্রোসফট স্বীকৃত অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করা উচিত। বাংলাদেশে ব্যবহৃত কমপিউটারের প্রায় ৯০ শতাংশই মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম পরিচালিত বলে আমাদের জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যান্টিভাইরাস যদি মাইক্রোসফট স্বীকৃত না হয়, তবে উইন্ডোজ এটিকে কখনই ট্রাস্টেড সফটওয়্যার হিসেবে গণ্য করবে না। ফলে সেই অ্যান্টিভাইরাসের পক্ষেও কখনও সিস্টেম ফাইলসহ আপনার সব ফাইল-ফোল্ডার চেক করতে পারবে না। পাশাপাশি আন-অথরাইজড বলে উইন্ডোজ নিজেই এটিকে ভাইরাস-জাতীয় ফাইল হিসেবে শনাক্ত করে এর কার্যকারিতা বন্ধ করে দেবে।

বর্তমানে জনপ্রিয় এবং অল্প পরিচিত সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ শতাধিক ভিন্ন ভিন্ন ব্র্যান্ডের অ্যান্টিভাইরাস বাজারে ও অনলাইনে থাকলেও এখন পর্যন্ত মাইক্রোসফট স্বীকৃত অ্যান্টিভাইরাসের সংখ্যা মাত্র ৪৫টি। সেই ৪৫টি অ্যান্টিভাইরাসের একটি বাংলাদেশের নিজস্ব অ্যান্টিভাইরাস রিভ অ্যান্টিভাইরাস। বাংলাদেশী সাইবার সিকিউরিটি ব্র্যান্ড হিসেবে রিভ অ্যান্টিভাইরাসের এই স্বীকৃতি একদিকে যেমন আপনার আর আমার জন্য সম্মান ও গৌরবের, তেমনি দেশীয় প্রযুক্তি-শিল্পের জন্যও এটি এক নতুন মাইলস্টোন।

রিভ অ্যান্টিভাইরাস এখন মাইক্রোসফট স্বীকৃত হওয়ায় একদিকে এটি যেমন মাইক্রোসফট উইন্ডোজের সব ভার্সনের সাথেই সমহারে কাজ করবে, তেমনি রিভ অ্যান্টিভাইরাসের টার্বো স্ক্যানিং ইঞ্জিন পিসি স্লো না করেই সব সময় নতুনের মতো পারফর্ম করে।

এ ছাড়া অন্যান্য অ্যান্টিভাইরাসের নজরদারি কার্যক্রমে শুধু নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট ব্লক করা গেলেও একমাত্র রিভ অ্যান্টিভাইরাসের অ্যাডভান্সড প্যারেন্টাল কন্ট্রোলে ক্যাটাগরি ও টাইমভিত্তিক ব্লকিংয়ের পাশাপাশি রয়েছে সার্ভেইলেন্সের সুযোগ। এতে রিভ অ্যান্টিভাইরাসের প্রতিটি লাইসেন্সের সাথে ফ্রি মোবাইল সিকিউরিটি পাওয়ার পাশাপাশি সেই কমপিউটার থেকে ইন্টারনেটে কী ব্রাউজ করা হচ্ছে, তা লাইভ নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক জানা যাবে।

ওয়েবসাইট থেকেই অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা সাপোর্টের পাশাপাশি ঘরে কিংবা অফিসে বসেই ফ্রি ডেলিভারি চার্জে রিভ অ্যান্টিভাইরাস হাতে পেতে ভিজিট করুন https://www.reveantivirus.com/bd/download ঠিকানায় অথবা কল করুন ০১৮৪৪০৭৯১৮১ নম্বরে